তারিখ ... 27 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ সেশন জটের আশঙ্কা

■ মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, আধিপত্য বিস্তারের ছাত্র রাজনীতি, টেন্ডারবাজি, শিক্ষক আন্দোলনসহ বছর জুড়ে নানা আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশের মধ্যপূর্বাঞ্চলের একমাত্র উচ্চ বিদ্যাপীঠ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ সেশন জটে পড়তে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যরা। বছরের শুরুতেই দ্বিধাবিভক্ত শিক্ষক রাজনীতির জেরে অস্থির রয়েছে ক্যাম্পাস। শিক্ষক সমিতির লাগাতার ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচি দিয়েই শুরু হয়েছে বছরটি। গত কয়েকদিন ধরে ক্লাস-পরীক্ষা চালুর দাবিতে বিক্ষোভ করছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাসের মূল ফটকে এবং প্রশাসনিক ভবনের গেটে তালাও ঝুলিয়ে দেন তারা। উপাচার্যকে দেন স্মারকলিপি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষাবর্ষের একাডেমিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, নৃবিজ্ঞানের ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষের এখন স্নাতকোত্তর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ব্যাচটি গেল ডিসেম্বরে স্নাতকের শেষ সেমিস্টারের পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেছে। এ বিভাগের অন্যান্য ব্যাচের অবস্থা ঠিক একই রকম। ইংরেজি বিভাগের ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের ব্যাচটির স্নাতকোত্তর ২০১৫-তে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা চলমান রয়েছে। তবে এ বিভাগের শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিভাগের এ অবস্থার জন্য দায়ী বলে মনে করেন শিক্ষার্থীরা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ও কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশলী (সিএসই) প্রকৌশল অনুষদের বিভাগ দুটি ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯টি বিভাগের চিত্রও একই। শিক্ষাবর্ষের জটে পিষ্ট হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

বছরের শুরুতেই শিক্ষক আন্দোলন। আগেকার আন্দোলন ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও কারণ

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪র্থ ব্যাচ থেকে ১০ ব্যাচ চলমান। কয়েক দিনের মাথায় শুরু হচ্ছে ১১তম ব্যাচের শিক্ষা যাত্রা। এ ক্ষেত্রে ৪র্থ ব্যাচ থেকে ১১তম ব্যাচ নিয়ে মোট ৭টি বাচের অবস্থান রয়েছে ক্যাম্পাসে। স্বাভাবিকভাবে, এ উচ্চ শিক্ষালয়টিতে ৫টি ব্যাচের অবস্থান বর্তমানে থাকার কথা ছিল।

'বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও ক্যাম্পাসে বিভিন্ন আন্দোলনের কারণে এখন আমার শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতির মুখে পড়েছে। দেশ থেকে আমার পরিবার যখন জানতে চায় পড়ালেখা শেষ করতে আর কত সময় লাগবে। তখন আমি সঠিক উত্তর দিতে পারি না।' বলছিলেন নেপালের নাগরিক ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ জাহাঙ্গীর। সঠিক সময়ে একাডেমিক শিক্ষা কার্যক্রম চললে এখন তার স্নাতকোত্তর শেষ হওয়ার কথা। অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের সাজার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে দেশের অস্থিতিশীল রাজনীতির কারণে দীর্ঘ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম গতিশীলতা হারায়। হরতালের কারণে নিরাপত্তার অভাবে সে সময়ে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে পারেননি। একই বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময়ে দেশের অস্থির রাজনীতির কারণে ক্লাস করতে পারেননি শিক্ষার্থীরা। ২০১৩ সালে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমীর হোসেনের শেষ বছর হওয়া শিক্ষক রাজনীতিতে দেখা যায় অস্থিরতা। উপাচার্য বিরোধী আন্দোলনে বেশ কয়েক দিন বন্ধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়টি। ২০১৫-এর শুরুতে ২০ দলীয় জোটের হরতাল ও অবরোধের কারণে বেশ কয়েকদিন একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। কয়েক দফা সাক্ষাৎকার ও ভর্তি সময় পিছিয়ে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের (৯ম) ব্যাচটির ক্লাসই শুরু হয় ২০১৫-এর ১৫ মার্চ। ২০১৫-তে এক ছাত্রলীগ নেতার গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে প্রায় দুই সপ্তাহ ছাত্র ধর্মঘট চললে আবারও স্থবির হয় ক্যাম্পাস। এর মাঝে বিভিন্ন সময় টেন্ডারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্য ও প্রভাব বিস্তার, দলীয় অন্তঃকোন্দল ও সংঘর্ষে প্রায়ই স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ হারায় শিক্ষালয়টি। ২০১৬ সালের ১ আগস্টের প্রথম প্রহরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষের আধিপত্য বিস্তার ও হল দখলকে কেন্দ্র করে কাজী নজরুল ইসলাম হল শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিপণন বিভাগের ৭ম ব্যাচের শিক্ষার্থী খালিদ সাইফুল্লাহ নিহত হন। ১ আগস্ট ৬২তম জরুরি সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের ঘোষণা দেয় কর্তৃপক্ষ। টানা ৫৬ দিন বন্ধ থাকে। ৬৩তম সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে খুলে দেওয়া হয় ক্যাম্পাস।

সর্বশেষ শিক্ষকের বাসায় পরিকল্পিত হামলার রহস্য উদঘাটন ও বিচারের দাবিতে ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ১৯ জানুয়ারি ক্লাস বর্জন করে শিক্ষক সমিতি। প্রশাসনে পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপের আশ্বাস না পেয়ে শিক্ষক লাঞ্ছনায় অভিযুক্ত ডিন এম এম শরীফুল করীমকে তদন্ত চলাকালীন সময়ে সকল পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া, বিভিন্ন ঘটনায় বিতর্কিত নব নিযুক্ত প্রক্টরকে সকল ধরনের প্রশাসনিক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়াসহ মোট ৬ দফা দাবিতে ২২ জানুয়ারি রবিবার থেকে লাগাতার ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে আসছে শিক্ষক সমিতি। এ ৫ দিনের শিক্ষক সমিতির কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সর্বমোট ২৪টি চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. মোঃ আবু তাহের বলেন, 'শিক্ষাবর্ষের জট নিরসনে শিক্ষকরা চেষ্টা করছেন। তবে শিক্ষকদের আন্দোলন যৌক্তিকভাবেই হচ্ছে। প্রশাসন আমাদের দাবি বিবেচনা করলেই আমরা ক্লাসে ফিরে যাব।'

শিক্ষাবর্ষের জটের বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আলী আশরাফ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জট নিরসনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।' শিক্ষকদের আন্দোলনে বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমরা আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করছি। বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট আইনে চলে। হুট করে তাদের অযৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়া যায় না।'